দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাবিতে ৫৭ শিক্ষার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা

রিসার্চ মনোগ্রাফ নকলের অভিযোগ

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ মনোগ্রাফ নকলের অভিযোগে প্রথমবারের মতো শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। আইন বিভাগে ২০১৪ সালের মাস্টার্স অব লজ কোর্স ফাইনাল পরীক্ষায় এই নকলের অভিযোগ এনে ৫৭ শিক্ষার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে ডীনস কমিটি।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহালুল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ডীনস কমিটির এ আদেশ আইন বিভাগকে জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, কোর্স ফাইনাল পরীক্ষায় রিসার্চ মনোগ্রাফ নকল করায় ৫৭ জন পরীক্ষার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। নতুন রিসার্চ মনোগ্রাফও জমা দিতে হবে। এছাড়া সতর্কীকরণ পত্র প্রদান সাপেক্ষে উক্ত শিক্ষার্থীদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলেও চিঠিতে জানানো হয়। ১০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত জরিমানা এবং এক মাসের মধ্যে রিসার্চ মনোগ্রাফ জমা দিতে বলা হয়েছে। টাকা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী বুধবার। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

ঢাবিতে ৫৭ শিক্ষার্থীকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম হাসান তালুকদার বলেন, রিসার্চ পেপার হুবহু উঠানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অন্য বছরগুলোতে এটা ইগনোর করা হতো। কিন্তু এর মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। রিসার্চ পেপার নকল করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়বে না। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান ইত্তেফাকে বলেন, নকল করার দায়ে শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা যেত। কিন্তু জরিমানার শর্তে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আইন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. তাসলিমা মনসুর বলেছেন, ওই সময় আমি বিদেশে ছিলাম। ডীন কমিটি উক্ত শিক্ষার্থীদেরকে ২০ হাজার করে জরিমানা করে তাদের প্রতি মহানুভবতা করেছে। অন্যথায় এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে ২ বছর সময় লেগে যেত। উক্ত অপরাধের দায়ে তারা বহিষ্কারও হতে পারতো।

মনোগ্রাফ নকলে অভিযুক্ত এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিবেদককে বলেন, রিসার্চ মনোগ্রাফ মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার আগে জমা দিতে হয়। কিন্তু মাস্টার্সের পরে টপিক দিয়ে আমাদের মাত্র দুই মাসের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। ভালো গাইড লাইন না পাওয়ার জন্য এমনটি হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ ওজর বলে মন্তব্য করে আইন অনুষদের ডীন বলেন, আমি নিজেই তাদেরকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বুঝিয়েছি। এখন তারা যদি নকল করে তাহলে দায় কার? বুঝতে পারেনি তাহলে লিখল কেন?

নকলে অভিযুক্ত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু শিক্ষার্থী জরিমানা না নিয়ে পুনরায় রিসার্চ পেপার জমা নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা জানিয়েছে, এখন আমরা বেকার মানুষ। চাকরির জন্য দৌড়াদৌড়ি করছি। আমরা এত টাকা কোথা থেকে দিব?

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ছেলে-মেয়েরা যাতে ভবিষ্যতে আর এ ধরনের অপরাধ না করে সে জন্য একটা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জরিমানা করা হয়েছে।